



International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)

A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal

ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)

ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)

Volume-XI, Issue-I, January 2025, Page No.10-23

Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <http://www.ijhsss.com>

DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i1.002

সামাজিক তথ্য পরিষেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

সুব্রত দাস

গবেষক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সুনীল কুমার চ্যাটার্জি

অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 10.12.2024; Accepted: 10.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The public library expands human knowledge to the community by presenting and preserving the past and present documented human knowledge to the next generation through books and literature. Community information is the information for human survival and development and in another sight the community information services are those services that help individuals and groups to solve their daily problems and help to participate in the democratic process. The public library helps every person in the community individually or collectively by providing community information services according to their need in every aspect. In the current era of information explosion, the public library is performing an important social responsibility by providing various types of community information services by providing information for human survival and development, civil rights, local information etc. In this article we discuss about community information, the need of community information, community information services and types of community information services as well as the role of public libraries in providing community information services and the nature and quality of document collection also. It sheds light on what kind of programmes, information services and facilities public libraries can provide for providing community information services. Finally, Suggestions have been provided for identifying potential problems of public libraries for providing community information services and for eliminating the problems.

Keywords: Community, Community development, Community information, Community information need, Community Information Services, Information, Public libraries, Public library services.

ভূমিকা: বর্তমানে সময়ে তথ্য প্রতিটি মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে তথ্যের প্রয়োজন। যা খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সহ অন্যান্য চাহিদা পূরণ করে আমাদের বেঁচে থাকতে ও উন্নতিতে সাহায্য করে। তাই একথা সহজেই বলা যায় যে তথ্য ছাড়া কোন মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে বেঁচে থাকা ও বিকাশ সম্ভব নয়। যে কোনো জনকল্যাণ সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হল জনগোষ্ঠীকে তথ্য পরিষেবা প্রদান করা। সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন একক সংস্থার পক্ষে সমাজের বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষেবা ও প্রচার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কার্যকরী সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারের দুটি অপরিহার্য উপাদান হল গ্রন্থাগার সংগ্রহের উন্নয়ন এবং জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান করা। সাধারণ গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে বিভিন্ন বই, তথ্য সংগ্রহ করে ও পরিষেবা প্রদান করে জনসাধারণের জীবনযাপনকে সমৃদ্ধ করে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহের প্রকৃতি নির্ভর করে গ্রন্থ নির্বাচন ও অধিগ্রহণ (acquisition), পাঠকের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও তথ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিবর্তিত তথ্যের চাহিদা খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রন্থাগার সংগ্রহের মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিগত চার দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) উন্নয়ন জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারও উন্নততর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষেবা প্রদান করে থাকে, যা আগের দিনের তুলনায় আরও সহজ, দ্রুত এবং নির্ভুল হয়ে উঠেছে। আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারব না যে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি সরকারের উদাসীন মনোভাবের কারনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সামান্য সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এখনও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূলত ঐতিহ্যগত প্রথাতেই (Traditional mode) থেকে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের তথ্যের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য তথ্য প্রদানকারী সংস্থাগুলি যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক ব্যবহারকারীদের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান করে জনসাধারণের তথ্যের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দেশ্য:

- ১) সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কি ভূমিকা নিতে পারে সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা।
- ২) কিভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য তাঁদের নথি (document) সংগ্রহের উন্নতি করতে পারে তাঁর পর্যালোচনা করা।
- ৩) সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির নথি সংগ্রহের প্রকৃতি ও গুণমান (quality) সম্পর্কে ধারণা করা।
- ৪) সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কি ধরনের তথ্য পরিষেবা ও সুবিধা প্রদান করতে পারে তা সনাক্ত করা।
- ৫) সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কি ধরনের কর্মসূচি নিতে পারে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা।

৬) সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা দূরীকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান।

সামাজিক তথ্য: সামাজিক তথ্য হল দুটি পদের সংমিশ্রণ- ‘সমাজ’ এবং ‘তথ্য’। ‘তথ্য’ শব্দটি অনেক ধারণাকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয় তাই সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণভাবে, তথ্য হল একটি বার্তা, যা একজন রিসিভার একজন কমিউনিকের থেকে পেয়ে থাকে। এটি মানুষের মন থেকে উদ্ভূত, যা বিমূর্ত বা কংক্রিট হতে পারে। অতএব এটি একটি কাঁচামাল (raw material) যা জানা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, পদক্ষেপ নেওয়া, চিন্তাভাবনা এবং শেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। তথ্যকে ডেটা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রেরণ করা যেতে পারে এবং প্রতিটি ব্যক্তি সে যে আকারে চায় তা ব্যবহার করতে পারে। তথ্য যখন সর্বজনীনভাবে নথিভুক্ত করা হয়, তখন তা বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান হিসাবে সকলে পেতে পারে।

সমাজ হল একই এলাকায় বসবাসকারী মানুষের একটি দল যারা একই ধরনের জীবন যাপন বা সমান অধিকার বা স্বত্বাধিকার উপভোগ করেন। গিগি-র (Giggey) মতে ‘সমাজ’ হল- “একদল লোক যাদের মধ্যে কিছু না কিছু মিল রয়েছে। তা হতে পারে তাদের বয়স, শিক্ষা, ধর্ম, আগ্রহ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ক্রিয়াকলাপ, কাজ, স্বত্বাধিকার (possession) সংক্রান্ত মিল বা এর মধ্যে দুই বা ততোধিক বিষয়ের সমন্বয়।” অনুরূপভাবে উশারউড (Usherwood) সমাজকে নিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁর মতে- ‘যে কোন ভৌগলিক অঞ্চলের প্রতিবেশীদের মধ্য জাতি, সামাজিক শ্রেণী বা আয় গোষ্ঠী, কর্মসংস্থান, কর্মহীন, ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কতকগুলি গোষ্ঠী তৈরি হয়, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিধিবিহীন (informal) তথ্য নেটওয়ার্ক রয়েছে যা গ্রন্থাগারিক বা অন্য কোন তথ্য পরামর্শদানকারী কর্মীদের সাহায্য ছাড়াই গড়ে উঠেছে।’ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী পালনের জন্য বা পরিকল্পনা সমর্থন করার জন্য অনেক মানুষ একত্রিত হলেও তাদের একই গোষ্ঠীর বলে চিহ্নিত করা যায় না।

সামাজিক তথ্য হল মানুষের বেঁচে থাকা এবং উন্নতির জন্য তথ্য অথবা মানুষের চারপাশে উপলব্ধ সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারযোগ্য তথ্য যা সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। সামাজিক তথ্য প্রকৃতিতে ক্ষণস্থায়ী, সংগঠিত আকারে সহজলভ্য নয়, স্থানীয় তথ্যের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে এবং ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন চাহিদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদান করা হয়। সামাজিক তথ্য-কে কেম্পসন (Kempson) যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তাঁর মতে সামাজিক তথ্য হল- “আত্মনির্ভরতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের তথ্য।” আবার সুসান ফ্লিটউডের (Susan Fleetwood) মতে- “সামাজিক তথ্য হল সেই ধরনের তথ্য যা সমাজের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যে সমাজে তারা বসবাস করে সেই সমাজে সম্ভাব্য উপলব্ধ তথ্যের কার্যকরী ব্যবহার। আবাসন, অক্ষমতা, পরিবার, অর্থ, বিবাহ, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে।”

এতদনুসারে বলা যায় যে, সামাজিক তথ্য হল সেই ধরনের তথ্য যা সমাজের প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, আইনি সুরক্ষা, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদির মতো দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে। প্রাপ্য সম্পদের কার্যকরী

ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যাগুলি দূর করার জন্য সামাজিক তথ্য সমাজের প্রতিটি মানুষেরই প্রয়োজন।

সামাজিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা: আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য যেমন প্রচলিত তথ্যের প্রয়োজন তেমনই সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি দূর করার জন্য সামাজিক তথ্যের প্রয়োজন। তথ্য-ই সম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে যেমন তথ্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই সময়ের সাথে সাথে সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন এসেছে। যা সমাজকে সুস্পষ্টভাবে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেছে- যাদের কাছে ‘তথ্য আছে’ এবং যাদের কাছে ‘তথ্য নেই’। ‘তথ্য নেই’ গ্রুপে যারা রয়েছে তাঁরা তথ্যের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারেন না ও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান ঝুঁকি হল সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে না পারা। সরকারি তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে না পারার কারণে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকিয়াগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, যা সমাজের বিভিন্ন মানুষকে তথা জাতির উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে। সামাজিক তথ্য পরিষেবার অভাব সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে জীবনের মান উন্নত করা যায় না। সেইজন্য সমাজের একজন মানুষকে তাঁর চারপাশের পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত করার জন্য এবং সব ক্ষেত্রে জীবনের মানকে উন্নত করার জন্য সামাজিক তথ্য পরিষেবা অত্যন্ত প্রয়োজন। ‘তথ্য নেই’ গ্রুপের মানুষদের সাহায্য করার জন্য সামাজিক তথ্য পরিষেবার প্রদান করা খুবই প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বান্ডি (Bundy) যথার্থই বর্ণনা করেছেন যে “তথ্যের মূল্যায়ন মানুষের জীবনের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে না কিন্তু তথ্যের অভাব একজন মানুষকে যেমন ক্ষমতাহীন করে তোলে তেমনই জীবনধারণের উন্নত উপায়গুলিকে প্রয়োগ করতে দেয় না।”

দৈনন্দিন জীবনে একজনের তথ্যের চাহিদা অন্যজনের তথ্যের চাহিদা থেকে আলাদা। সাধারণত একজন মানুষ যে ধরনের পেশার সাথে যুক্ত বা কোন বিশেষ বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে তাঁর সেই সম্বন্ধীয় তথ্যের প্রয়োজন হয়। আবার এটাও দেখা যায় যে শহরের মানুষের তথ্যের চাহিদা গ্রামের মানুষের থেকে আলাদা। গ্রামের ও শহরের মানুষের সাধারণ তথ্যের সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয়- কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, স্বাস্থ্য, পশুপালন, আর্থিক সহায়তা, সরকারি কর্মসূচি, আইনি সহায়তা, সমাজকল্যাণ, কুটির শিল্প, হাউজিং, উদ্যানপালন, স্থানীয় এবং রাজনৈতিক খবর ইত্যাদি।

সামাজিক তথ্য পরিষেবা: তথ্য কোন ব্যক্তি বা সমাজের উন্নয়নের গতিকে যেমন ত্বরান্বিত করে তেমনি জাতির উন্নয়নে সহায়তা করে। একজন ব্যক্তির বা জাতির সংকটময় মুহূর্তে তার প্রয়োজনীয় ও উপকারী তথ্য সরবরাহকেই সামাজিক তথ্য পরিষেবা বলে। লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন সামাজিক তথ্য পরিষেবার উপর একটি সর্বাঙ্গীণ সংজ্ঞা প্রদান করেছে। লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের (১৯৮০) মতে “সামাজিক তথ্য পরিষেবা হল সেই ধরনের পরিষেবা, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সহায়তা করে। মানুষকে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের বাড়িতে, তাদের কর্মস্থলে এবং তাদের অধিকার এর জায়গায়, যেখানে অন্যান্য উৎসগুলি ব্যবহারের সুবিধা নেই সেখানে সামাজিক তথ্য পরিষেবার মাধ্যমে তাদের সমস্যা ও চাহিদার উপর মনোনিবেশ করা হয়।”

অ্যালেন বাঞ্চ (Allen Bunch) ১৯৮৪ সর্বপ্রথম সামাজিক তথ্য পরিষেবা নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। অ্যালেন বাঞ্চ এর মতে, সামাজিক তথ্য পরিষেবার দুটি দিক রয়েছে:

- ১) একজন তথ্যের প্রকৃতির যোগান সম্পর্কে অবগত, অর্থাৎ, সামাজিক তথ্য সমাজের মানুষদের সাহায্য করে তাদের প্রতিদিনের সমস্যা দূর করার জন্য বা তাদের জীবনের মান বাড়ানোর জন্য।
- ২) অন্যটি হল কাদেরকে তথ্য পরিবেশন করা হবে তার সাথে সম্পর্কিত, যেমন যারা নিম্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন প্রাপ্ত তথ্য বা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্যের উপর কাজ বোঝাতে।

জে. সি. ডনোহু-র (J. C. Donohue) মতে সামাজিক তথ্য পরিষেবার দ্বারা নিম্নলিখিত দুই ধরনের তথ্য প্রদান করা উচিত-

- ১) বেঁচে থাকার তথ্য যেমন স্বাস্থ্য, বাসস্থান, উপার্জন, আইনি সুরক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত।
- ২) সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনি এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি হিসাবে বা একটি গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য।

‘ডুরেন্স (Durance) এবং শ্নাইডার (Schneider) এর মতে (১৯৯৬)- “সামাজিক তথ্য পরিষেবা হল মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য তথ্য পরিষেবা।” তাঁদের মতে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের উত্থান, হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার উপাদানগুলির জন্য কম খরচ এবং ১৯৬০ এর দশকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে সামাজিক তথ্য পরিষেবার উদ্ভব।

সামাজিক তথ্য পরিষেবা সামাজিক যোগাযোগ প্রসারিত করে, তথ্য বিনিময় বাড়ায়, তথ্য লেনদেনের খরচ কমায়, সঠিক তথ্য নির্বাচন, আদান প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গুণমানসম্পন্ন তথ্য প্রদান করে। সামাজিক তথ্য পরিষেবার মাধ্যমে, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি নিছক বইয়ের ভাণ্ডার (store house) থেকে প্রকৃত তথ্য কেন্দ্রে (information centres) রূপান্তরিত হতে পারে। তাই সময় এসেছে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র (local centre of information) হিসেবে গড়ে তোলার।

সামাজিক তথ্য পরিষেবার প্রকারভেদ: মূলত সামাজিক তথ্য পরিষেবার দুটি সাধারণ দিক রয়েছে- সাধারণ সামাজিক তথ্য পরিষেবা (General Community Information Services) ও নির্দিষ্ট সামাজিক তথ্য পরিষেবা (Specific Community Information Services)। সাধারণ সামাজিক তথ্য পরিষেবা সমাজের সব মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ তথ্য প্রদান করে। নির্দিষ্ট সামাজিক তথ্য পরিষেবা সমাজের নির্দিষ্ট টার্গেট গোষ্ঠীর মানুষকে তথ্য প্রদানের সাথে সম্পর্কিত, যেমন যারা নিম্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত বা একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে তথ্য প্রয়োজন এমন ব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কৃষি কাজের একটি নির্দিষ্ট সমস্যা, পশুপালন বা একজন নাগরিক হিসেবে সরকার থেকে কি সুবিধা পেতে পারেন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চান সেই সম্বন্ধীয় তথ্য।

সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ধরনের সামাজিক তথ্য পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে-

- ১) জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য (Information regarding livelihood) পরিষেবা - স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি যারা রাস্তায় কাজ করে, যেমন সবজি বিক্রেতা, আইসক্রিম বিক্রেতা, মুচি, রিকশাচালক ইত্যাদি; স্ব-নিযুক্ত

ব্যবসায়ী যাদের নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে, যেমন ছোট বা বড় দোকানদার, ব্যবসার মালিক ইত্যাদি; চাকরি, কৃষি, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।

- 2) বাসস্থান বা আবাসন (Housing) সম্পর্কিত তথ্য পরিষেবা - কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সামাজিক আবাসন প্রকল্পে ভর্তুকিযুক্ত আবাসন এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত আবাসন, নতুন বাড়ি নির্মাণ, ভাড়ার জন্য বাড়ি খোঁজা, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক, মেরামত, ক্রয়-বিক্রয়, হাউজিং/রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত সরকারি নিয়ম, নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 3) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য (Health information) পরিষেবা - টিকাদান, হাসপাতাল, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, হাসপাতালে ভর্তি, প্রাথমিক চিকিৎসা, মেডিকেল ক্যাম্প ইত্যাদি।
- 4) পরিবহন (Transport) সংক্রান্ত পরিষেবা - স্থানীয় পরিবহন যেমন অটো, রিক্সা, টোটোর ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য তাছাড়াও স্থানীয় বাস, লোকাল ট্রেন, দূরপাল্লার ট্রেন, বিমান, জাহাজ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 5) শিক্ষা (Education) সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা - স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পদ্ধতি; কোর্স, ফি (fees), বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (training programs), কর্মশালা (workshops), ইন্টার্নশিপ, শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 6) কর্মসংস্থান (Employment) সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা - দেশ বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ, স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 7) কৃষি (Agriculture) সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা - নতুন চাষ পদ্ধতি, বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষিতে ঋণ ও ছাড়, উদ্যানপালন (Horticulture), কৃষিতে নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- 8) পানীয় জল (Drinking water) - বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার, জল বিশুদ্ধকরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 9) জরুরী সেবা (Emergency services) - অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, লোকাল থানা, চাইল্ড হেল্পলাইন, দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগ ইত্যাদির ফোন নাম্বার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- 10) সরকারি তথ্য ও প্রকাশনা (Government information and publications) - কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিল, আইন, গুনানি, প্রতিবেদন ইত্যাদি; রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের প্রস্তাবিত ও চূড়ান্ত লিখিত আইন সমূহ, সভার নোটিশ ইত্যাদি তথ্য।
- 11) স্ব-সহায়ক প্রোগ্রাম (Self-help programmes) - আর্থিক উৎস যেমন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ, অর্থ সঞ্চয়; সরকারের ভর্তুকি; স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোকেদের কর্মসংস্থান আয় বৃদ্ধির উপায়; স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোকেদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মতো সামাজিক সমস্যা; স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন, সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 12) অধিকার ও কর্তব্য (Rights and duties) - সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন জীবনের অধিকার, আইনের সমান অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য।
- 13) ক্রেতা/ভোক্তা (Consumer) সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা - নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন খাদ্যদ্রব্যের দাম, পণ্যের মানদণ্ড (Standards), স্পেসিফিকেশন, বিশেষজ্ঞ এবং ভোক্তাদের মতামত, পণ্যের

ঘোষণাপত্র, বিপণন দাবি, ভোক্তা অধিকার, পণ্য সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।

- 14) পরিবেশ দূষণ (Environment pollution) - বায়ু দূষণ, জল দূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, শব্দ দূষণ, আলো দূষণ, অ্যাসিড বৃষ্টি, বৃক্ষচ্ছেদন, বায়ু এবং সৌর শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তি, যানবাহনে জ্বালানি ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
- 15) ভ্রমণ (Travelling) - একটি নির্দিষ্ট জায়গা সম্পর্কিত তথ্য যেমন এর ইতিহাস, সংস্কৃতি, আকর্ষণ, দূরত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থা, হোটেল, খাবার ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- 16) স্থানীয় ইভেন্ট এবং বিনোদন (Recreation) সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা - স্থানীয় উৎসব, স্থানীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাবেশ, সাহিত্য অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, ইত্যাদি। তাছাড়াও শরীর ও মনকে সতেজ করতে, অবসর সময়ে আরও আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করতে বিনোদনমূলক কার্যকলাপ যেমন হাটা, সাঁতার কাটা, ধ্যান, পড়া, গেম খেলা, নাচ, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, পিকনিক, পার্ক, ইনডোর রক-ক্লাইম্বিং সুবিধা, চিড়িয়াখানা, ওয়াটার পার্ক, থিয়েটারের সমস্ত শো বা প্রদর্শনী, সামাজিক নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য।
- 17) ইন্টারনেট সেবা (Internet services) - যোগাযোগ ই-মেল, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও কনফারেন্সিং, তথ্য আহরণ, ইন্টারনেট মানচিত্র ও দিকনির্দেশ, ইন্টারনেট স্ট্রিমিং মিডিয়া, মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ, নথি, মাল্টিমিডিয়া এবং ছবি সহ বিভিন্ন ধরনের ফাইল স্থানান্তর, নেটওয়ার্ক ঠিকানা ইত্যাদি।
- 18) বিভিন্ন এনজিওর সামাজিক কর্মসূচি (Social programmes of different NGOs) - সামাজিক উন্নয়ন যেমন স্কুল নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ; মানবাধিকার রক্ষায় কাজ; সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করা ও সচেতনতা বাড়ানো; শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- 19) রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির (Blood donation and health camp) - রক্তদানের যোগ্যতা, রক্তদান প্রক্রিয়া, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার সময় বিবেচ্য বিষয়, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস, স্বাস্থ্য শিবির ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- 20) আইনি সহায়তা (Legal aid) সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা - তথ্যের অধিকার, নাগরিকের অধিকার (Rights) ও কর্তব্য (Duties), আইনজীবীদের সম্পর্কে তথ্য ইত্যাদি। ভারতে যারা দরিদ্র বা প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ, যাদের আইনজীবীর ফি দেবার সামর্থ্য নেই তারা বিনামূল্যে আইনি সহায়তা যেমন আইনজীবীর প্রতিনিধিত্ব কোর্ট ফি, সাক্ষী খরচ, এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়ার চার্জ ইত্যাদি কিভাবে পেতে পারে সেই সম্পর্কিত তথ্য।

সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি: সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে:

- 1) জনসংযোগ (Public relation)
- 2) তথ্য সাক্ষরতা এবং এর বিপণন (Information literacy and its marketing)
- 3) দূরশিক্ষা (Distance education)
- 4) ব্যবহারকারী শিক্ষা (User education)

- 5) তথ্য ফাইলের প্রস্তুতি (Preparation of information file)
- 6) কম্পিউটারাইজড ডাটাবেস প্রস্তুত করা (Preparation of computerized database)
- 7) ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (Internet and World Wide Web)
- 8) এলাকা ভিত্তিক প্রোফাইল প্রস্তুতি (Preparation of Area profile)
- 9) সমাজের বিভিন্ন মানুষের চাহিদা সনাক্তকরণ (Identification of the needs of community)
- 10) সামাজিক তথ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে নেটওয়ার্কিং (Networking among Community information centres)
- 11) দেশীয় জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Collection and preservation of indigenous knowledge)
- 12) ইন্টারনেট সম্পর্কে কম্পিউটার সচেতনতা শিবির এবং প্রশিক্ষণ (Computer awareness programmes and training about Internet)

সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা: সাধারণ গ্রন্থাগারের মৌলিক দায়িত্ব হল অতীত এবং বর্তমানের নথিভুক্ত জ্ঞানকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা এবং আশেপাশের সমাজের বিভিন্ন মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি ও সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একদিকে তথ্যের বিস্ফোরণ যেখানে জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যহ অগণিত তথ্য উৎপন্ন হচ্ছে অন্যদিকে যত দ্রুত সম্ভব নির্দিষ্ট ও সঠিক তথ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে সংগ্রহ ও সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সামাজিক তথ্য পরিষেবার দিকে জোর দিতে হবে অন্যথায় গ্রন্থাগারগুলি তার গুরুত্ব হারিয়ে গ্রন্থ ও অন্যান্য মুদ্রিত নথির ভাণ্ডারে পরিণত হবে।

IFLA - UNESCO (১৯৯৪) সাধারণ গ্রন্থাগার ইশতেহার (Manifesto) অনুযায়ী- ‘সাধারণ গ্রন্থাগার হল জ্ঞানের স্থানীয় প্রবেশদ্বার’। IFLA/UNESCO (২০০১) নির্দেশিকা অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার ‘কোন ব্যক্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠীর আজীবন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি মৌলিক শর্ত প্রদান করে’। সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বিনোদন এবং অবকাশ সহ শিক্ষা, তথ্য এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পদের সংগ্রহ ও পরিষেবা প্রদান করা। UNESCO সাধারণ গ্রন্থাগার ইশতেহার অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার হল একটি “স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র, যা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের জ্ঞান এবং তথ্য সরবরাহ করে।”

১৯৮৫ সালে ভারত সরকার অধ্যাপক ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় (তৎকালীন চেয়ারম্যান, RRRLF) এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করে, গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার (NAPLIS) বিষয়ে জাতীয় নীতির একটি খসড়া প্রস্তুত করার জন্য। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে ন্যাপলিস কমিটি যে খসড়া জমা করে সেখানে জনসাধারণকে তথ্য পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর দৃঢ়ভাবে জোর দেওয়া হয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কমিটির মতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কোন একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে যেখানে পর্যাপ্ত জনসংখ্যা রয়েছে সেখানে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার থাকা উচিত যা একটি সামাজিক তথ্য কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করবে। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার

অধ্যাপক ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এমপাওয়ার্ড কমিটি (Empowered Committee) নামে আরেকটি কমিটি নিযুক্ত করে ন্যাপলিস কমিটির কোন কোন সুপারিশগুলি গ্রহণ করা উচিত তা দেখার জন্য। এমপাওয়ার্ড কমিটি ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে যে রিপোর্ট পেশ করে সেখানেও সামাজিক তথ্য পরিষেবার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। কমিটির মতে ন্যাপলিস-এর সুপারিশ অনুযায়ী গ্রামের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সামাজিক তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। যা সমাজের সর্বস্তরের প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু, শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষকে পড়ার উপকরণ এবং অডিও-ভিজুয়াল উপকরণের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর গ্রামীণ উন্নয়নমূলক যে কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সেই তথ্যগুলিকে একত্রিত করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ গড়ে তোলা উচিত যাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবাগুলি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, ভাষা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রদান করা হয়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি তাদের ব্যবহারকারীদের তথ্যের চাহিদা মেটাতে গ্রন্থাগারের মধ্যে এবং গ্রন্থাগারের বাইরে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি হল-

- 1) বই এবং অন্যান্য সম্পদ ঋণদান (Loan)
- 2) গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য বই ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা
- 3) অনুলয় এবং তথ্য পরিষেবা (Reference and Information services)
- 4) সংবাদপত্র প্রদর্শন
- 5) কর্মজীবন নির্দেশিকা পরিষেবা (Career guidance services)
- 6) কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য পরিষেবা
- 7) ফটোকপি ও প্রিন্টআউট এর সুবিধা
- 8) পাঠকদের পরামর্শমূলক পরিষেবা (Readers' advisory services)
- 9) শিশুদের জন্য পরিষেবা (Children's services)
- 10) সামাজিক তথ্য পরিষেবা
- 11) ব্যবহারকারী শিক্ষা (User education)
- 12) তথ্য সাক্ষরতা অভিযান (Information literature programme)
- 13) সামাজিক কর্মসূচী (Social program) যেমন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ইত্যাদি।

সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা ও প্রতিকার:

i) পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামো - গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামো বলতে গ্রন্থাগারের আচ্ছাদিত মোট এলাকা, গ্রন্থাগার খোলা ও বন্ধের সময়, পাঠকের নথি সংগ্রহের প্রথা (মুক্ত/বদ্ধ), আসবাবপত্র, পাঠ কক্ষের সংখ্যা, বসার আসন সংখ্যা, পর্যাপ্ত আলো ও পাখার ব্যবস্থা, কর্মজীবন নির্দেশিকা সহ শিশু ও দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ, সম্মেলন বা সেমিনার কক্ষ, পানীয় জল, টয়লেটের সুবিধা এবং পার্কিং স্থান সহ অন্যান্য সুবিধা কে বোঝায়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পরিকাঠামো ও ভৌতিক উপাদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে যা গ্রন্থাগারের ক্রিয়াকলাপ ও পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটায়। বেশিরভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠ কক্ষের সংখ্যা সাধারণত একটি ও বসার আসন সংখ্যাও সীমিত। তাছাড়াও পানীয় জল এবং টয়লেট সুবিধা না থাকায় ব্যবহারকারীরা

অসুবিধার সন্মুখীন হন, সেইজন্য বিশেষত মহিলা ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারে আসতে উৎসাহী হন না। আবার অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ ও মহিলা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জন্য পৃথক ভাবে বসে পড়ার ব্যবস্থা না থাকায় মহিলা ব্যবহারকারীরা বিশেষত মুসলিম মহিলা ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগার ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। অপরিপাক জায়গার কারণে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মজীবন নির্দেশিকা বিভাগ, শিশুদের জন্য বিভাগ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভাগ আলাদা আলাদা রাখা সম্ভব হয় না। সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণ যাতে সামাজিক তথ্য পরিষেবা পেতে পারেন সেইজন্য গ্রন্থাগারে কিছু ভৌতিক সুবিধা যেমন গ্রন্থাগার ভবন সম্প্রসারণের জন্য সরকার, সংস্থা, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের কাছ থেকে অনুদান বা আর্থিক সাহায্যের জন্য চেষ্টা করা, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা, বসার আসন সংখ্যা বাড়ানো, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের কিছু ব্রেইল বই এবং কথা বলার বই সংগ্রহ করা, পানীয় জল, মহিলা ও পুরুষ ব্যবহারকারীদের জন্য পৃথক টয়লেট, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে বসে পড়ার ব্যবস্থা সেই সাথে পার্কিং সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা করা।

ii) কর্মী - সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পেশাদার ও অ-পেশাদার কর্মীর অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। যেখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা জেলা গ্রন্থাগারের জন্য দশ জন (পাঁচ জন পেশাদার ও পাঁচ জন অ-পেশাদার কর্মী), মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগারের জন্য চার জন (দুই জন পেশাদার ও দুই জন অ-পেশাদার কর্মী) এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য দুই জন (এক জন পেশাদার ও এক জন অ-পেশাদার কর্মী) সেখানে বর্তমানে বেশিরভাগ জেলা গ্রন্থাগারে চার-পাঁচ জন, মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগারে দুই-তিন জন ও কোন কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একজন কর্মীও নেই বা থাকলেও এক জন পেশাদার বা অ-পেশাদার কর্মী রয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ হল ২০১০ সালের পর থেকে শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ না হওয়া। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিগত তিন বছর ধরে অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে চালানোর জন্য সামান্য পারিশ্রমিকে (দশ থেকে বারো হাজার টাকা) পুনঃনিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। পুনঃনিয়োগের জন্য অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীদের থেকে সেই অর্থে সাড়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে একজন গ্রন্থাগারিককে দুই-তিন টি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, ফলে আশানুরূপ ভাবে গ্রন্থাগারগুলি পক্ষে সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সঠিকভাবে সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য শূন্য পদে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে অবিলম্বে পেশাদার ও অ-পেশাদার কর্মীর নিয়োগ প্রয়োজন। আশার কথা ২০২৪ সালে কয়েকটি জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থায়ী নিয়োগ হয়েছে ও অদূর ভবিষ্যতে বাকী জেলাগুলিতেও নিয়োগ পত্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

iii) নেতৃত্ব - সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের কর্মীদের গ্রন্থাগারের কাজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সর্বোত্তম চেষ্টা করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন। গ্রন্থাগারিক তাঁর সু-নেতৃত্বের মাধ্যমে পাঠক, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সমাজের বিভিন্ন মানুষকে প্রভাবিত ও গাইড করবেন ও সর্বোপরি গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। তবে অস্বীকার করা যায় না যে, নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দুর্বলতা রয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তিনি গ্রন্থাগারের লক্ষ্য পূরণের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবেন, কাজের প্রশংসা করবেন, কাজ করতে উৎসাহিত করবেন ও সর্বোপরি একসাথে কাজ

করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র সমাজকে তথ্য সরবরাহ ও পরিবেশন করে তাঁদের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন মানুষকে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত করবেন যাতে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মেলামেশার মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করেও কিছু তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। তিনি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মাবলী সমাজের বিভিন্ন মানুষের কাছে তুলে ধরবেন।

iv) গ্রন্থাগারের সংগ্রহ – সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির নথি সংগ্রহের মধ্যে পড়ে গ্রন্থ (ক্রয়, দান বা উপহার হিসেবে পাওয়া), সংবাদপত্র, পত্রিকা, মানচিত্র, এটলাস, গ্লোব এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত সিডি/ডিভিডি। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা ইউজার ডিম্যান্ড রেজিস্টারে নতুন গ্রন্থ কেনার জন্য গ্রন্থের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যরা বার্ষিক গ্রন্থের বাজেট অনুযায়ী গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিদপ্তরের নীতি অনুসারে, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বার্ষিক জেলা বইমেলা বা মহকুমা বইমেলা থেকে গ্রন্থ ক্রয় করেন, যার সিংহভাগই বাংলা ভাষায় লেখা। তাছাড়াও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (RRLF) থেকেও গ্রন্থ পেয়ে থাকেন। দেখা যায় যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যে সমস্ত পত্রিকা (magazine) সংগ্রহ করে সেগুলি বেকার যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুবই সহায়তা করে। কিন্তু গ্রন্থাগারের বার্ষিক বাজেটের ঘাটতির কারণে ই-সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে না। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে বইমেলা থেকে নতুন গ্রন্থ কেনার সময় ব্যবহারকারীদের সুপারিশ ও চাহিদার ভিত্তিতে গ্রন্থ ক্রয় করতে হবে। সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির সহায়ক পত্রিকা হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি পত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত ভাবে রাখতে হবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী পত্রিকার সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করার জন্য বার্ষিক বাজেট বাড়াতে হবে সেই সাথে ই-সম্পদের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

v) গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংরক্ষণ – সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির নথি ও বিশেষ সংগ্রহের (special collection) রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রন্থাগার বাজেটে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংরক্ষণের জন্য কোন সরকারি অনুদান না থাকায় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নথি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। যে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেই গ্রন্থাগারগুলি ভারত সরকারের জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশনের সহায়তায় পাণ্ডুলিপিগুলিকে ‘অ্যাসিড মুক্ত কাগজ’ এবং ‘মাড়-মুক্ত লাল শালু কাপড়’ দিয়ে ভিতরে মোড়ানো উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারেন। যদি গ্রন্থাগার বাজেটে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সরকারি অনুদান পাওয়া যায় তাহলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতি বছর দুর্গা পূজার ছুটির আগে গ্রন্থাগারের নথি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবেন।

vi) এলাকা ভিত্তিক প্রোফাইল প্রস্তুত করা – সাধারণ গ্রন্থাগারটি যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার এলাকা প্রোফাইল প্রস্তুত করতে হবে। এলাকার প্রোফাইল প্রস্তুত করার সময় সমাজের বিভিন্ন মানুষের সমস্যা ও মনোভাব চিহ্নিত করা এবং এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন মানুষের সমস্যা ও মনোভাব চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যা এলাকা

ভিত্তিক প্রোফাইল প্রস্তুত করার জন্য সহায়ক হবে, যেমন- সমাজের জ্ঞানী মানুষদের সাথে কথা বলা; মিডিয়া রিপোর্ট, সামাজিক পরিকল্পনা, এবং স্থানীয় সংস্থার বুলেটিন বোর্ড পর্যালোচনা করা; এলাকার বাসিন্দাদের সাক্ষাৎকার এবং জরিপ (survey) পর্যালোচনা করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে এলাকা ভিত্তিক প্রোফাইল প্রস্তুত করার সময় জনসংখ্যা সংক্রান্ত ডেটা যেমন- জনসংখ্যার আকার, বয়স বিন্যাস, জাতি, আয়ের মাত্রা, দারিদ্র্যের স্তর, শিক্ষাগত স্তর এবং কথ্য ভাষা সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ করতে হবে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলা ও এলাকা পরিদর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সামাজিক চাহিদাগুলিকে সনাক্ত করে নথিভুক্ত করে রাখতে হবে যাতে সমাজের বিভিন্ন মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়।

vii) তহবিল - সাধারণ গ্রন্থাগারের তহবিল বলতে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বার্ষিক বা এককালীন অনুদান, কোন সংস্থা যেমন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (RRRLF) থেকে প্রাপ্ত বিশেষ অনুদান, সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন চাঁদা, গ্রন্থাগারের দ্বারা গৃহীত কোন ব্যক্তিগত অনুদান, কোন নথি হারিয়ে ফেলা বা ক্ষতির জন্য সদস্যের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিয়ে বিক্রিত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং গ্রন্থাগার যদি নথির নিরাপত্তার কারণে কোন ফেরতযোগ্য অর্থ সংগ্রহ করে থাকে ইত্যাদি। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য সরকারি অনুদান খুবই নগণ্য। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বার্ষিক বাজেটে সরকারি অনুদান বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

viii) প্রচারের অভাব - সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রামীণ এবং নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীর মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করতে পারছে না। নিম্ন-আয় ও যানবাহনের অভাবে তারা গ্রন্থাগারে আসেন না ফলে গ্রন্থাগার থেকে তারা কি ধরনের পরিষেবা পেতে পারেন সেই সম্পর্কেও অবগত নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি খোলা ও বন্ধের সময়, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি, প্রবেশাধিকার, নথি ঋণদানের নিয়মাবলী, ভৌতিক সুবিধা সহ অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য যে কর্মজীবন নির্দেশিকা বিভাগ রয়েছে সেই সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রন্থাগার থেকে তারা কি ধরনের তথ্য পরিষেবা পেতে পারেন তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

ix) প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ - সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ না থাকায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কার্যকরী কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করতে পারে না। কোন কোন মহকুমা গ্রন্থাগার ও শহর গ্রন্থাগারে প্রিন্টার, স্ক্যানার, জেরক্স মেশিন, লাইব্রেরি সফটওয়্যার, বারকোড রিডার ও সিসিটিভি ব্যবস্থা থাকায়, প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক তথ্য পরিষেবা দিতে সক্ষম হলেও গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এই ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায়, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রযুক্তিগত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকার যদি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে পর্যাপ্ত কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ এর জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান করেন তাহলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করা সুবিধা হবে।

x) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগারিকের পেশাগত উন্নয়ন ও মনোভাব - সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের গ্রন্থাগার বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদিতে

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা পরিলক্ষিত হয়, আবার কখনো অংশগ্রহণের ইচ্ছে থাকলেও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পান না বলে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি, যা সাধারণ গ্রন্থাগারের অটোমেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ব্যহত করছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষ যদি গ্রন্থাগারিকদের ও কর্মীদের গ্রন্থাগার বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন তাহলে গ্রন্থাগারিকরা ও কর্মীরা গ্রন্থাগারে যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের পাঠ নিয়ে যুগোপযোগী সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানে সক্ষম হবেন।

উপসংহার: বর্তমান সময়ে সামাজিক তথ্য পরিষেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করা সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগারের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবগত থাকতে হবে ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে পাঠ্য সামগ্রী সরবরাহ করার পাশাপাশি, সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদান করতে হবে যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্রতিদিনের সমস্যা সমাধানে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য সহায়তা করবে। তাই কার্যকরী ও ফলপ্রসূ সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রন্থাগারের পরিষেবাগুলি পর্যালোচনা করতে হবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বাড়ি, চাকরি এবং অধিকারের জায়গার, তাই সামাজিক তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে পেশাদার ও অ-পেশাদার কর্মীদের স্বল্পতার কারণে তারা ব্যবহারকারীদের কার্যকরী সামাজিক তথ্য পরিষেবা দিতে পারছেন না। তাছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ খুবই কম, বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার অধিদপ্তরকে সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আরও বেশি বাজেট বরাদ্দ করা উচিত। যাতে সমাজের বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে যারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয় তাদের তথ্যের চাহিদা পূরনের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে সামাজিক তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে। এটা আশা করা যায় যে- একজন গ্রন্থাগারিক সমাজের বিভিন্ন মানুষকে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরিষেবা প্রদান করে সামাজিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

- 1) Bunch, A. (1982). Community information services: The origin, scope and development. London: Clive Bingley Community.
- 2) Bandyopadhyay, S., & Mukhopadhyay, P. S. (2012). Community information services in India: Current prospects and problems. New Delhi: Zenith Publication.

- 3) Karkee, Pravin and Majumder, Krishnapada (2013). Community Information Services through public libraries in the hilly areas of Darjeeling district of West Bengal: A study. Asian Journal of
- 4) Library and Information Science. 5 (3-4): 89-97. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/316968645>
- 5) Majumder, Krishnapada (2016). Community Information Services through Public Libraries and Information Centres: an experience in West Bengal, India. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 5, 797-804. Retrieved from <http://www.qqml.net/index.php/qqml/article/view/4>
- 6) Nasir, Mohammad Uddin et al. (2006). Socio-economic-cultural aspects and mass information need: The case of public library uses in Bangladesh. Library Management, 27 (9), 636-652.
- 7) Shamim Aktar Munshi and Mehtab Alam Ansari (2023). Collection and Services of Public Libraries in Nadia District, West Bengal: A Study. Kelpro Bulletin, 27 (2), 106-124. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/377261834>
- 8) Sinha, Manoj Kumar and Das, Pulak (2015). A Study on Information Needs and Information Seeking
- 9) Behaviour of Rural Population with Special Reference to Barak Valley, South Assam (North East India): A Survey. In B.Ramesha et.al., (Eds), Embedded Librarianship and Technological
- 10) Challenges of the Digital Age: Conference Proceedings of 60th ILA International (Diamond Jubilee) Conference (pp. 259-268). Delhi: Indian Library Association. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/275582044>
- 11) Venkatappaiah, V. (1991). Community Information Services. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 19 (1), 3-4. Retrieved from <https://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/3453/1880>
- 12) Satpathy, Sunil Kumar. Community Information Service (CIS) through Public Libraries: A realistic approach. Retrieved from <https://www.academia.edu/35134356>